Prophet Muhammad ﷺ
Sultan of Hearts
এর অনুবাদ

স র্ব শে ষ ন বী
মুহাম্মাদ ﷺ : হৃদয়ের বাদশাহ

তৃতীয় খণ্ড

রাশীদ হাইলামায | ফাতিহ হারপসি

ইংরেজি অনুবাদ
নাযিহান হালিলৌলু

বাংলা অনুবাদ
মুহাম্মাদ আদম আলী

MAKTABATUL FURQAN
PUBLICATIONS
ঢাকা, বাংলাদেশ

সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদ সা. হৃদয়ের বাদশাহ (তৃতীয় খণ্ড)
মাকতাবাতুল ফুরকান কর্তৃক প্রকাশিত
১১/১ ইসলামী টাওয়ার (গ্রাউন্ড ফ্লোর)
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
www.islamibooks.com
maktabfurqan@gmail.com
+8801733211499

গ্রন্থস্বত্ব © ২০২০ মাকতাবাতুল ফুরকান

প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে বইটির কোনো অংশ স্ক্যান করে ইন্টারনেটে আপলোড করা কিংবা ফটোকপি বা অন্য কোনো উপায়ে প্রিন্ট করা অবৈধ এবং দণ্ডনীয় অপরাধ।

দ্যা ব্ল্যাক, ঢাকা, বাংলাদেশ এ মুদ্রিত; +৮৮০১৭৩০৭০৬৭৩৫
প্রথম প্রকাশ : রমাযান ১৪৪১ / মে ২০২০
প্রচ্ছদ : কাজী যুবাইর মাহমুদ
প্রুফ সংশোধন : জাবির মুহাম্মদ হাবীব, মুহাম্মাদ হেমায়েত হোসেন

ISBN : 978-984-94323-0-2

মূল্য : ৳ ৮০০ (আট শত টাকা মাত্র)
USD 30.00

অনলাইন পরিবেশক
www.islamibooks.com; www. rokomari.com
www.wafilife.com; www.boi-kendro.com

সূচিপত্র

গাতফান গোত্রের সঙ্গে শান্তির প্রচেষ্টা ১১
মুশরিকদের কেউ যখন পরিখা অতিক্রম করল ১৪
দুআর জন্য হাত উত্তোলন ১৬
সর্বাত্মক আক্রমণ ১৮
বনু কুরাইযার পক্ষ থেকে রসদ সরবরাহ ২০
বিশ্বাঘাতকতার আরেকটি প্রমাণ ২২
সর্বশেষ আক্রমণ ২৩
ঐশী সাহায্য ৩২
পরিখা ত্যাগ ৩৭
বনু কুরাইযা ৪০
অবরোধ ৪৫
যারা একনিষ্ঠভাবে কথা বলেছিল ৫০
তারাই তাদের মৃত্যু অনিবার্য করে তোলে ৫২
আবু লুবাবা ৫৩
সাআদ ইবনে মুআয রা.-এর সালিসি ৫৭
বিচারের রায় বাস্তবায়ন ৬৩
নুবাতাকে হত্যার ঘটনা ৬৬
বন্দী এবং যাদের ক্ষমা করা হয়েছিল, তাদের পরিণতি ৬৭
গনীমত বণ্টন ৭৩
সাআদ ইবনে মুআযের ইন্তেকাল ৭৪
হিজরতের পঞ্চম বছরে অন্যান্য ঘটনাবলী ৭৭
হিজরতের ষষ্ঠ বছর ৭৮

উমরা এবং হুদাইবিয়ার অভিযান ৮১
ইহরাম এবং এর বিধান ৮৪
নিরাপদ সফর ৮৮
মক্কার মুশরিকদের প্রতিক্রিয়া ৮৯
পরামর্শ এবং যুদ্ধাবস্থায় নামায ৯১
হুদাইবিয়ার দিকে আগমন ৯৫

হুদাইবিয়া এবং বরকতময় পানি ৯৭
বরকতময় বৃষ্টি এবং একটি পূর্বাভাস ১০০
সংলাপের ফলাফল ১০২
উরওয়া ইবনে মাসউদ ১০৫
উরওয়ার মন্তব্য ১০৮
একটি উত্তম অভিগমন ১১০
রাসূল সা.-এর বরকতময় প্রতিনিধিদল ১১২
পারস্পরিক শান্তির অনুসন্ধান ১১৬
বাইআতে রিযওয়ান ১১৯
সন্ধিচুক্তি ১২২
উমর রা.-এর প্রতিক্রিয়া ১২৪
চুক্তিপত্র লিপিবদ্ধকরণ ১২৭
আবু জান্দাল ১৩০
কুরবানী এবং ইহরাম অবস্থার সমাপ্তি ১৩৪
ফিরতি যাত্রা এবং আরেকটি মোজেযা ১৩৭
হুদাইবিয়া : সবচেয়ে বড় বিজয় ১৪০
আবু বাসিরের আগমন এবং ঘটনা-প্রবাহ ১৪৩

প্রতিনিধিদের বছর এবং বহিঃর্বিশ্বে ইসলামের প্রচার-প্রসার ১৪৯
আবিসিনিয়ায় প্রথম দূত ১৫২
বিদায় আবিসিনিয়া ১৫৪
দ্বিতীয় চিঠি বাইজান্টাইনের উদ্দেশে ১৫৪
রাসূল সা.-এর নিকট প্রেরিত চিঠি ১৬০
মুকাওকিস : মিশর ও আলেকজান্দ্রিয়ার সম্রাট ১৬১
কিসরা, পারস্যের সম্রাট ১৬৫
অন্যান্য চিঠিসমূহ ১৬৬
মদপান হারাম হওয়ার বিধান ১৬৮

খাইবার : বিবাদ-বিতর্কের উৎস ১৭৩
প্রথম আঘাতে বিপর্যস্ত অবস্থা ১৮০
রাসূল সা.-এর অসুস্থতা ১৮১
শত্রুদের ছত্রভঙ্গ করার চেষ্টা ১৮৩
কোনো সিজদা না করেই শহীদ ১৯১

বিজয় ১৯৪
আত্মসমর্পণ এবং চুক্তি ১৯৫
খাইবারের গনীমত ১৯৭
লুকায়িত গুপ্তধন ২০২
দ্বিতীয় চুক্তি ২০৫
দাসী ২০৭
বিষ প্রয়োগের ঘটনা ২১০
খাইবারের নতুন মেহমান ২১৩
নিরাপত্তাবলয় বৃদ্ধি ২১৫
খাইবার ত্যাগ ২১৬
মদীনায় প্রত্যাবর্তন ২১৯

খাইবার পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ ২২৩
যাতুর-রিকা ২২৬
উমরাতুল কাযা ২৩০
রাসূল সা.-এর মক্কায় প্রবেশ ২৩৫
কুরাইশদের প্রতিক্রিয়া ২৩৭
মক্কা ত্যাগ ২৩৯
যায়নাব রা.-এর ইন্তেকাল ২৪১
মক্কার প্রিয় ব্যক্তিত্ব ২৪২
চারিত্রিক উৎকর্ষ ২৪৬
মূতার যুদ্ধ ২৫০
মদীনা থেকে মূতার যুদ্ধ ২৫২
আল্লাহর তরবারি (সাইফুল্লাহ) ২৫৫
মদীনায় স্বাগত ২৫৬

চুক্তি লঙ্ঘন এবং মক্কা বিজয় ২৫৯
রাসূল সা.-এর প্রতিক্রিয়া ২৬১
কুরাইশদের অনুশোচনা ২৬৩
মদীনায় আবু সুফিয়ান ২৬৫
সামরিক তথ্য এবং রাসূল সা.-এর পরামর্শ ২৬৯
ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা ২৭২
মদীনা থেকে যাত্রা ২৭৬
আবু সুফিয়ানের আগমন ২৭৮

যুদ্ধের লং মার্চ ২৮১
মক্কায় হা-হুতাশ ২৮৪
সর্বশ্রেষ্ঠ বিজয়ের শুরু ২৮৭
কাবাঘরে প্রবেশ ২৯০
সুহাইল ইবনে আমরের যে সংবাদ এলো ২৯৫
কাবার অভ্যন্তরে ২৯৬
জনগণের উদ্দেশ্যে ভাষণ ৩০১
যোগ্যকে কাজে নিয়োগ ৩০৬
আনসারদের উদ্দেশ্যে ভাষণ ৩০৯
বিজয়ের কারণে ঈমানের সৌভাগ্যঅর্জন ৩১১
ঐশী অনুভূতি ৩১৪

হাওয়াযিন থেকে যে সংবাদ এলো ৩১৯
হুনায়নের উদ্দেশে যাত্রা ৩২২
হুনায়নের জন্য প্রস্তুতি ৩২৬
দাস-দাসী এবং গনীমত ৩৩৭
তায়েফ ৩৩৯
অবরোধ ৩৪২
অবরোধের সমাপ্তি ৩৪৭
ফিরতি পথে বরকতসমূহ ৩৫০
জিরানায় হাওয়াযিনের প্রতিনিধিদল ৩৫২
গনীমতের মাল বণ্টন ৩৫৮
আনসারদের পর্যবেক্ষণ ৩৬৪
গোপন পরামর্শসভার অশ্রুসিক্ত সদস্যগণ ৩৬৫
জিরানা ত্যাগ ৩৭০
একটি সফর এবং ভবিষ্যতের দ্বার উন্মোচন ৩৭১

আলোকিত সভ্যতায় ধৈর্য ও সংহতি ৩৭৩
বনু তামীম ৩৭৫
দায়িত্ব সচেতনতায় একটি গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ ৩৭৮
তাবুকযুদ্ধ ৩৭৯
সাহায্যের আবেদন ৩৮৫
মদীনা থেকে যাত্রা ৩৮৯
সামুদ গোত্রের ধ্বংসাবশেষ ৩৯২

তাবুকে মুসলিম বাহিনী	৩৯৫
পশ্চাতে রয়ে যাওয়া কিছু একনিষ্ঠ ঈমানদার	৩৯৭
দূতদের আসা-যাওয়া এবং তাবুকে পরামর্শসভা	৪০৩
তাবুক ত্যাগ	৪০৭
রাসূল সা.-কে হত্যার আরেকটি ষড়যন্ত্র	৪০৯
মদীনা	৪১২
যিরার মসজিদ	৪১৪
যারা ওযর পেশ করেছেন এবং তাওবার বীরপুরুষ	৪১৬
দলে দলে লোকজনের ইসলামগ্রহণ	৪১৭
নাজরানের প্রতিনিধি দল	৪১৯
সাকিফের প্রতিনিধি দল	৪২৩
...এবং অন্যান্যরা	৪২৯
রাসূল সা.-এর দূতগণ	৪৩০
নবম হিজরীর কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা	৪৩৫
ফরয হজ	৪৩৭
অন্যান্য ঘটনাবলী	৪৩৯
সময় যখন ঘনিয়ে আসছে	**৪৪৩**
বিদায় হজ	৪৪৩
আরাফা	৪৪৫
মীনা	৪৪৯
জামরা এবং বিদায়	৪৫১
ভন্ড নবীর আবির্ভাব	৪৫৩
উসামা রা.-এর বাহিনী	৪৫৫
রাসূল সা.-এর অসুস্থতা	৪৫৬
গোধূলি লগ্নে	৪৫৮
বিদায় নেওয়ার মুহূর্ত এবং সর্বশেষ দিন	৪৬৬
জিবরাঈল আ. এবং আজরাঈল আ.-এর আগমন	৪৭০
বিদায়	৪৭১
শেষ কিছু কথা	**৪৭৩**
গ্রন্থপঞ্জি	**৪৭৭**

কেবল মুখেই বলি—তোমাকে ভালোবাসি হে নবী!
আশৈশব তরবারির ঝংকার শুনি না বলে অন্তর জেগে ওঠে না...
তবু সুযোগ পেলেই তোমার কথা বলি,
তোমার পথের দিকে নিষ্পলক চেয়ে থাকি...
একদিন আমরাও তোমার ভালোবাসায় বিলীন হতে চাই।

গাতফান গোত্রের সঙ্গে শান্তির প্রচেষ্টা

বুন করাইযা চুক্তি ভঙ্গ করায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চিন্তিত হয়ে পড়েন। তাকে এখন নতুন আরেক ফ্রন্টে যুদ্ধ করতে হবে। আহযাব বাহিনী বাইরে থেকে যে ক্ষতি না করবে, তার চেয়ে অনেক বেশি ক্ষতির কারণ হবে এই ঘরের শত্রুরা। এ কারণে তিনি আহযাব বাহিনীকে প্রথম সুযোগেই হঠিয়ে দিতে চান এবং এরপর আভ্যন্তরীণ শত্রুর কবল থেকে লোকদের রক্ষা করার চিন্তা করেন। এজন্য তিনি গাতফান গোত্রের দুই নেতা উয়াইনা ইবনে হিসন ও হারিস ইবনে আউফকে ডেকে পাঠালেন। তারা দশজন প্রতিনিধি নিয়ে দেখা করতে এলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের ষড়যন্ত্র থেকে দূরে থাকতে বললেন।[১]

এ বিষয়ে তাদের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা হয় এবং শেষ পর্যন্ত উয়াইনা ও হারিস মক্কা বাহিনী ত্যাগ করার প্রতিশ্রুতি দেয়; তবে তারা এর বিনিময়ে মদীনায় উৎপাদিত ফসলের অর্ধেক দাবি করে।

ভয়াবহ পরিস্থিতিকে সামাল দিতে সহজেই তাদের কিছু অর্থ-কড়ি দেওয়া যায়, কিন্তু তারা যা দাবি করেছে, তা অনেক বেশি। এজন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের মদীনায় উৎপাদিত ফসলের এক তৃতীয়াংশ দেওয়ার প্রস্তাব দেন। তারা এটি গ্রহণ না করে অর্ধেকের জন্যই পীড়াপীড়ি করতে থাকে। তাদের এই আবদার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিছুতেই গ্রহণ করতে রাজী হলেন না। এ অবস্থা দেখে তারা শেষ পর্যন্ত এক তৃতীয়াংশেই রাজী হয়ে যায়। এখন এই চুক্তির বিষয়টি লিপিবদ্ধ করা প্রয়োজন।

আব্বাদ ইবনে বিশর রাযিয়াল্লাহু আনহু লৌহবর্মে সুসজ্জিত অবস্থায় রাসূলকে পাহারা দিচ্ছেন। এ সময় উসাইদ ইবনে খুযাইর বর্শা হাতে প্রবেশ করেন; তিনি ঘটনার কিছুই জানতেন না। উয়াইনাকে রাসূলের

[১] উভয়েই পরবর্তী সময়ে ইসলাম গ্রহণ করে মহান সাহাবীদের কাতারে শামিল হন।

সামনে পা ছড়িয়ে বসে থাকতে দেখে তিনি তাকে চ্যালেঞ্জ করে বললেন, ‘পা গুটিয়ে বস! তোর সাহস তো কম নয়, রাসূলের সামনে এভাবে পা ছড়িয়ে বসেছিস? যদি এখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উপস্থিত না থাকতেন, তাহলে অবশ্যই আমি এই বর্শা দিয়ে তোকে শেষ করে দিতাম।’

তিনি যখন পুরো ঘটনা শুনলেন, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললেন, ‘ইয়া রাসূলাল্লাহ, যদি এটা আল্লাহর নির্দেশ হয়ে থাকে, তবে আমরা অবশ্যই এটা মেনে নেব; কিন্তু যদি আপনি কেবল আমাদের জন্যই এমনটি করার ইচ্ছা করেন, তবে আমাদের তা প্রয়োজন নেই। তাদের জন্য এই তরবারিই যথেষ্ট; তারা কখনো আমাদের কোনো কিছু করতে বাধ্য করতে পারেনি, তাহলে এখন কেন সেটা হবে?’

এটি একটি সাহসী পদক্ষেপ এবং এটি অবশ্যই বিবেচনার দাবি রাখে।

সবাই যদি এরকমই মনে করে, তাহলে চিন্তার কোনো কারণ নেই; এজন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ বিষয়ে পরামর্শের জন্য সাআদ ইবনে মুআয ও সাআদ ইবনে উবাদাকে ডেকে পাঠালেন।[২]

এসময় গাতফান গোত্রের লোকেরা বসে অপেক্ষা করছে। সাআদ ইবনে মুআয এবং সাআদ ইবনে উবাদা আসার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের সঙ্গে নিচু আওয়াজে কথা বললেন যাতে কেউ শুনতে না পায়। এ ব্যাপারে তিনি তাদের মতামত জানতে চান। তারা বললেন, ‘ইয়া রাসূলাল্লাহ, এটি যদি আল্লাহর নির্দেশ হয়, তাহলে আমরা অবশ্যই এটি মেনে নেব। আর এটি যদি আপনার ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত হয়, তাহলেও আমরা অবশ্যই মেনে নেব। তবে এটি যদি আপনি কেবল আমাদের স্বার্থের দিতে তাকিয়ে করতে চান, তাহলে আমরা তরবারি ছাড়া অন্য কিছু তাদের দিতে চাই না।’

[২] অন্য বর্ণনায় রয়েছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘তাহলে এ বিষয়ে পরামর্শের জন্য সকল সাআদদের ডাকো,’ এবং তারপর তিনি সাআদ ইবনে মুআয, সাআদ ইবনে উবাদা, সাআদ ইবনে রাবী, সাআদ ইবনে হাইসামা এবং সাআদ ইবনে মাসউদকে ডাকলেন। দেখুন, তাবারানী, *মুযমাউল কাবীর*, ৬/২৮ (৫৪০৯); হাইসামী, *মাযমাউয যাওয়াইদ*, ৬/১৩২।